খুব অল্প খরচে
যে কোনো বাংলা, ইংরাজী ও হিন্দি পত্রিকায় খুব কম খরচে বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়।
নাম চেঞ্জ, বিজ্ঞপ্তি, হারানো প্রাপ্তি, পাত্রপাত্রী, কর্মখালি
আনন্দবাজার পত্রিকা The Telegraph THE TIMES OF INDIA দৈনিক যুগশঙ্খ
বর্তমান প্রতিদিন সন্মার্গ প্রভাত খবর
9232633899 THE ECHO OF INDIA

স্থানীয় নির্ভিক সাপ্তাহিক সংবাদপত্র

সার্বভৌম সমাচার

RNI Regn. No. WBBEN/2017/75065 ❑ Postal Regn. No.- Brs/135/2020-2022 ❑ Vol. 09 ❑ Issue 09 ❑ 15 May, 2025 ❑ Weekly ❑ Thursday ❑ ₹ 3

নতুন সাজে সবার মাঝে
শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত
ALANKAR
অলঙ্কার
সরকার অনুমোদিত ২২/২২ ক্যারেট K.D.M সোনার গহনা নির্মাতা ও বিক্রেতা
যশোহর রোড • বনগাঁ
M : 9733901247

সেতু সংস্কারের প্রতিশ্রুতি মিললেও বছরভর দেখা মেলেনি নেতাদের

প্রতিনিধি ঃ শিলান্যাস করে অর্থ বরাদ্দ হয়েও হয়নি পাকা সেতু। বাগদা বিধানসভার উপনির্বাচনের ফল ঘোষণার সাতদিনের মধ্যে সেতু সংস্কারের প্রতিশ্রুতি ছিল জেলা পরিষদের সভাধিপতির। তারপর বছরঘুরে গেলেও রাঘবপুর গামে বাঁশের কাঠের দুর্বল সেতু এলাকায় দেখা মেলেনি নেতাদের। দিন কয়েক আগেই সেতু ভেঙে দুজন জলে পড়ে যেতেই কংক্রিটের সেতুর দাবিতে রাস্তা অবরোধ করে বিক্ষোভ স্থানীয়দের।

সম্প্রতি পোস্টার ব্যানার হাতে এলাকার পুরুষ মহিলা ছাত্র-ছাত্রী সহ কয়েকশ মানুষ বাঁশ দিয়ে বনগাঁ দত্তপুলিয়া সড়ক আটকে প্রায় ঘন্টাখানেক অবরুদ্ধ করে রাখে। ঘটনাস্থলে পুলিশ ও সিন্দ্রানি গ্রাম পঞ্চায়েত এর জনপ্রতিনিধিরা গিয়ে বিক্ষোভকারীদের আশ্বস্ত করে।

স্থানীয়রা জানিয়েছে, বাগদার বিধায়ক তথা রাজ্যের মন্ত্রী হয়ে উপেন বিশ্বাস কংক্রিটের সেতু করবার জন্য শিলান্যাস করেছিলেন। ইমারতী দ্রব্য ফেলা হয় কিন্তু কোন এক অজানা কারণে সেই কাজ বন্ধ হয়ে যায়। তার বেশ কয়েক বছর পর বাগদা উপনির্বাচনের আগে তৃণমূল নেতারা এসে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল। স্থানীয়দের দাবি, উত্তর ২৪ পরগনা জেলা পরিষদের সভাধিপতি নারায়ণ গোস্বামী বাগদা উপনির্বাচনের ভোটের ফল বেরোনোর সাত দিনের মধ্যে কাজ শুরু করবে। অভিযোগ, ভোট মিটেছে প্রায় এক বছর। দেখা নেই কারোর। মিলেছে বছরের পর বছর প্রতিশ্রুতি।

বাগদা থানার সিন্দ্রানি পঞ্চায়েতের রাঘবপুরে কংক্রিটের সেতুর দাবিতে কয়েকশো মানুষ রাজ্য সড়ক অবরোধ করে। স্থানীয়দের পাশাপাশি পড়ুয়ারাও

প্লাকাট হাতে বিক্ষোভ দেখায়। স্থানীয়দের অভিযোগ, কাঠের সেতু ভেঙে যাতায়াত বন্ধের মুখে। এই সেতু দিয়ে চার থেকে পাঁচটি গ্রামের কয়েক হাজার মানুষ যাতায়াত করে। স্কুল পড়ুয়াদের স্কুলে যাওয়ার জন্য প্রান হাতে করে পারাপার করতে হচ্ছে। দিন কয়েক আগে স্থানীয় দুই যুবক মোটর বাইক নিয়ে এই কাঠের ব্রিজ থেকে পড়ে যায়। দ্রুত এই সেতুর সংস্কার না হলে আরো বৃহত্তর আন্দোলনের হুশিয়ারি দেয় তারা।

ছবি ঃ নিজস্ব

গৃহবধূকে গণধর্ষণের অভিযোগ, ধৃত ৪

প্রতিনিধি ঃ ফের ধর্ষণ গাইঘাটায়। এবার ফাঁকা মাঠে গৃহবধূকে নিয়ে গিয়ে ধর্ষণের অভিযোগে প্রাক্তন প্রেমিক সহ চার জনকে গ্রেপ্তার করল গাইঘাটা থানার পুলিশ।

পুলিশ জানিয়েছে, শুক্রবার সন্ধ্যায় ওই গৃহবধূর অভিযোগের ভিত্তিতে চারজনকে গ্রেফতার করা হয়েছে। ধৃতদের নাম তরুণ গাইন, অভিজিৎ পাল, রাজা সাহা ও তপব্রত ঢালী। সূত্রে জানা গিয়েছে, গাইঘাটার বাসিন্দা গৃহবধূর সাথে অভিযুক্ত তরুণ গাইনের প্রেমের সম্পর্ক ছিল। বিয়ের পরেও তাদের মধ্যে যোগাযোগ ছিল। দিন কয়েক আগে অভিযুক্ত ওই গৃহবধূকে দেখা করতে বলে।

অভিযোগ, বন্ধুদের সাথে যোগসাজেস করে গৃহবধূকে দেখা করার নাম করে রাত্রে স্বরূপনগর থানা এলাকার একটি ফাঁকা মাঠে ডেকে নিয়ে গিয়ে গণধর্ষণ করে। এরপর নির্যাতিতা মহিলা গাইঘাটা থানাতে অভিযোগ জানালে অভিযুক্তদের গ্রেপ্তার করে পুলিশ।

শনিবার সকালে ধৃতদের বনগাঁ মহকুমা আদালতে পাঠালে বিচারক অভিযুক্তদের পুলিশি হেফাজতের নির্দেশ দিয়েছেন।

গুজরাট থেকে পালিয়ে বাগদায় ধৃত দালাল সহ ৮ বাংলাদেশি

প্রতিনিধি ঃ গুজরাট রাজ্যে বাংলাদেশিদের বিরুদ্ধে অভিযান শুরু হতেই সেখান থেকে পালিয়ে বাংলাদেশে যাবার পথে বাগদায় গ্রেফতার হল মহিলা শিশুসহ আটজন বাংলাদেশী। পুলিশ জানিয়েছে, শনিবার সকালে বাগদার পুরদহ চ্যাঙ্গা বটতলা এলাকা থেকে শনিবার সকালে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। মহিলা সহ ৮ জন বাংলাদেশিদের সঙ্গে ৬ জন শিশু রয়েছে। তাদের সহযোগিতা করার অভিযোগে তিন ভারতীয় দালালকেও গ্রেফতার করা হয়েছে। ধৃতদের এদিন বনগাঁ মহকুমা আদালতে পাঠানো হলে বিচারক তিন ভারতীয় দালালকে চার দিনের পুলিশি হেফাজতের এবং বাংলাদেশীদের জেল হেফাজত নির্দেশ দিয়েছেন। এদিন সকালে বাগদা বাজারে টহলরত পুলিশ সন্দেহজনক ভাবে তাঁদের আটক করে। জিজ্ঞাসাবাদ করে জানতে পারে তাঁরা বাংলাদেশী ও বাংলাদেশের নড়াইল বাগেরহাট সহ একাধিক জেলার বাসিন্দা? চোরাপথে ভারতে এসে দীর্ঘদিন ধরে গুজরাটে কাজ করত। গুজরাটে বাংলাদেশীদের বিরুদ্ধে অভিযান শুরু হওয়ায় ধৃতরা চোরাপথে বাংলাদেশ যাবার জন্যই বাগদায় এসেছিল। দালালদের সহযোগিতায় সুযোগ বুঝে বাংলাদেশে চলে যাওয়ার পরিকল্পনা করেছিল। দালালসহ বাংলাদেশীদের পুলিশ গ্রেপ্তার করে।

ভারতীয় সেনা পোশাকের অমর্যাদা, অভিযোগ পুলিশে

প্রতিনিধি ঃ বিএসএফের পোশাক পরে প্রকাশ্যে রাস্তায় দাঁড়িয়ে নাচ করে রিল তৈরি করে সোশ্যাল মিডিয়ায় পোস্ট করেছিলেন এক মহিলা। এই ঘটনায় সেনার পোশাকের অমর্যাদা করা হয়েছে- এই অভিযোগে এক সিআরপিএফ জওয়ান বনগাঁ সাইবার ক্রাইম থানায় অভিযোগ দায়ের করলেন। শনিবার করা এই অভিযোগের ভিত্তিতে ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ। বাগদার বাসিন্দা অর্ঘ্য হালদার ছুটিতে বাড়ি এসেছেন। সোশ্যাল মিডিয়ায় তিনি দেখেন বিএসএফের পোশাক পরে নাচ করে ছবি পোস্ট করা হয়েছে। তাঁর মতে প্রচুর কাঠ খড় পুড়িয়ে এই পোশাক অর্জন করতে হয়। এভাবে সেনার পোশাক পরে নাচ করাটা পোশাকের অমর্যাদা করা। সে কারণে অভিযোগ দায়ের করেছেন তিনি।

বিজ্ঞাপনের জন্য যোগাযোগ করুন-
৯২৩২৬৩৩৮৯৯

ট্রাকের চাকায় পিষ্ট হয়ে মৃত মহিলা

প্রতিনিধি ঃ যশোর রোডে ফের দুর্ঘটনা, এবার ট্রাকের ধাক্কায় বাইক থেকে পড়ে গিয়ে সেই ট্রাকের চাকায় পিষ্ট হয়ে মৃত্যু হল গৃহবধূর। সোমবার রাতে ঘটনাটি ঘটেছে পেট্রাপোল থানার খলিতপুর মোড় এলাকায়। দুর্ঘটনার খবর পেয়ে স্থানীয়রা উত্তেজিত হয়ে যশোর রোডে দাঁড়িয়ে থাকা একাধিক ট্রাকে ভাঙচুর চালায়। চলে রাস্তা অবরোধ। বিশাল পুলিশ বাহিনী এসে পরিস্থিতি সামাল দেয়। পুলিশ জানিয়েছে মৃত মহিলার নাম মামনি পাল (৪৫)। বাড়ি পেট্রাপোল থানার খলিতপুর এলাকায়। ঘাতক ট্রাক ও তার চালককে আটক করা হয়েছে।

এদিন রাতে মামনি দেবী তার স্বামীর বাইকে করে খলিতপুর রোড দিয়ে যশোর রোডে আসছিলেন। সে সময় পেট্রাপোলগামী একটি ট্রাক বাইকটিতে ধাক্কা মারে। মহিলা ছিটকে পড়ে। চাকা তার মাথার উপর দিয়ে চলে যায়। স্থানীয়রা তাকে উদ্ধার করে বনগাঁ মহকুমা হাসপাতালে নিয়ে গেলে চিকিৎসক মৃত বলে ঘোষণা করে। এরপরেই স্থানীয়রা বারবার যশোর রোডে দুর্ঘটনার কারণ নিয়ে প্রশ্ন তুলে রাস্তা অবরোধ করে বিক্ষোভ করতে থাকে।

উত্তেজিত জনতা যশোর রোডে পণ্য নিয়ে দাঁড়িয়ে থাকা একাধিক ট্রাকে ভাঙচুর চালায়। প্রায় ঘন্টাখানেক অবরোধ চলার পর পেট্রাপোল থানার পুলিশ এসে অবরোধ তুলে দেয়।

Behag Overseas
Complete Logistic Solution
(MOVERS WHO CARE)
MSME Code UAM No.WB10E0038805
ROAD - RAIL - BARGE - SEA - AIR
CUSTOMS CLEARANCE IN INDIA
Head Office : 48, Ezra Street, Giria Trade Centre,
5th Floor, Room No : 505, Kolkata - 700001
Phone No. : 033-40648534
9330971307 / 8348782190
Email : info@behagoverseas.com
petrapole@behagoverseas.com
BRANCHES : KOLKATA, HALDIA, PETRAPOLE, GOJADANGA, RANAGHAT RS., CHANGRABANDHA, JAIGAON, CHAMURCHI, LUKSAN, HALDIBARI RS, HILI, FULBARI

স্থানীয় নির্ভিক সাপ্তাহিক সংবাদপত্র
সার্বভৌম সমাচার
বর্ষ ০৯ ❐ সংখ্যা ০৯ ❐ ১৫ মে, ২০২৫ ❐ বৃহস্পতিবার

বনসৃজন কর্মসূচী সার্থক হোক

প্রতিবছর জুলাই-আগষ্ট মাসে সারা রাজ্যে অরণ্য সপ্তাহ পালন করা হয়ে থাকে। এসময় সপ্তাহ ব্যাপী সরকারি ও বেসরকারি উদ্যোগে গ্রামে ও শহরে বৃক্ষরোপন কর্মসূচী পালিত হয়। পরিবেশকে স্বচ্ছ ও নির্মল রাখতে এবং মানুষ সহ সমস্ত প্রাণী জগতের একান্ত আবশ্যকীয় অক্সিজেন পর্যাপ্ত পরিমানে যোগানের নিমিত্ত বনসৃজনের একান্ত প্রয়োজন। বর্তমানের অতিমারী করোনা পরিস্থিতিতে অক্সিজেনের যথেষ্ট প্রয়োজনীয়তা দেখা দিয়েছে। সে কারণে দেশের সকল সচেতন মানুষেরই একান্ত কর্তব্য হওয়া উচিত ১টি গাছ কাটার পূর্বে একাধিক গাছের চারা লাগানো। কারণ একটি গাছ আজ আর একটি প্রাণ নয়; একটি গাছ এখন অনেক প্রাণ। তাই পৃথিবীর সমস্ত প্রাণীকুলের জন্য আমাদের সকলের প্রচুর গাছ লাগানো এখান্ত কর্তব্য। কিন্তু শুধু গাছ লাগালেই চলবে না। প্রতিটি বৃক্ষচারাকে পরিচর্যা করে বড় করে তুলতে হবে। মানব শিশুকে যেমন তার মা ও অভিভাবকগণ সযত্নে লালন-পালন করে বড় করে তোলেন, তেমনি বৃক্ষশিশুগুলোকে প্রয়োজনমতো জলদান করে ও আগাছা পরিস্কার করে বড় করে তুলতে হবে। তবেই বৃক্ষরোপণ বা বনসৃজন কর্মসূচী সার্থকতা লাভ করবে। অথচ প্রতিবছর প্রচুর অর্থ ব্যয়ে সরকারি উদ্যোগে লাগানো বৃক্ষচারাগুলি অযত্নে- অবহেলায় প্রাণ হারায়। যা মোটেই কাম্য নয়।

নাবালিকা ধর্ষণের অভিযোগ দিদিমার প্রেমিকের বিরুদ্ধে, গ্রেফতার দিদিমা ও প্রেমিক

প্রতিনিধি ঃ দীর্ঘদিন ধরে বিধবা দিদিমার সাথে সম্পর্ক ছিল এলাকারই এক ব্যক্তির। অভিযোগ, দিদিমার সহযোগিতায় নাবালিকা নাতনিকে ধর্ষণের অভিযোগে অভিযুক্ত ও দিদিমাকে গ্রেপ্তার করল পুলিশ। বনগাঁ আদালতের আইনজীবী সমীর দাস বলেন, ধৃতদের নাম হীরা মোহন বিশ্বাস, শেফালী সরকার।

পুলিশ ও পরিবার সূত্রে জানা গিয়েছে, এই নাবালিকা শিশু কন্যা দীর্ঘদিন ধরে মামা বাড়িতে দিদিমার কাছে রয়েছে। নাবালিকার সাথে দীর্ঘদিন ধরে যৌন নির্যাতন চালাচ্ছিল দিদিমার ওই প্রেমিক। অভিযোগ, ফের নাবালিকাকে ধর্ষণ করে অভিযুক্ত। নাবালিকা জখম হতেই ঘটনাটি জানাজানি হয়। স্থানীয়রা নাবালিকাকে বাগদা হাসপাতালে নিয়ে গেলে বাগদা থানাতে খবর দেওয়া হয়। অভিযোগ পেয়ে অভিযুক্ত দিদিমা ও তার প্রেমিককে গ্রেপ্তার করে পুলিশ।

স্থানীয় সূত্রে আরও জানা যায়, ছোটবেলা থেকেই নাবালিকা তার দিদিমার সাথে থাকে। বিধবা দিদিমার সাথে অভিযুক্ত হীরা মোহনের দীর্ঘদিনের সম্পর্ক। তাদের বাড়িতে আসা-যাওয়া করত। নাবালিকাকে স্কুলে নিয়ে যেত। সেই সুযোগে দীর্ঘদিন ধরে শারীরিক নির্যাতন করছিল অভিযুক্ত। অভিযোগ, দিদিমা সবটাই জানত। মুখ বন্ধ রাখার জন্য দিদিমাকে টাকা-পয়সাও দিতো অভিযুক্ত বলে জানা যায়। ধৃতদের এদিন বনগাঁ মহকুমা আদালতের বিচারক জেল হেফাজতের নির্দেশ দিয়েছেন।

সবার উপরে মানুষ সত্য : প্রসঙ্গ মানবাধিকার

দেবাশিস রায়চৌধুরী

গত সপ্তাহের পর...

দলিত (আগে অস্পৃশ্য নামে পরিচিত) সম্প্রদায়ের মানুষেরা আজও সমাজের বিভিন্ন ক্ষেত্রে বৈষম্যের শিকার হন। তাদের মন্দির বা অন্যান্য সামাজিক অনুষ্ঠানে প্রবেশে বাধা দেওয়া, উচ্চবর্ণের মানুষের সাথে মেলামেশায় নিষেধাজ্ঞা এবং সহিংসতার শিকার হওয়ার ঘটনা ঘটে। যদিও ভারতীয় সংবিধানে অস্পৃশ্যতাকে নিষিদ্ধ করা হয়েছে। ২০২২ সালে NCRB তথ্য অনুযায়ী, দলিতদের বিরুদ্ধে দৈনিক গড়ে ১০টি অপরাধ নথিভুক্ত হয়েছে। ২০১০-২০২০ সালের মধ্যে দলিতদের বিরুদ্ধে অপরাধ ৪০% এরও বেশি বেড়েছে। নতুন নাগরিকত্ব সংশোধনী আইন (CAA), ২০১৯ অনুযায়ী মুসলিমদের বাদ দিয়ে শরণার্থীদের নাগরিকত্ব দেওয়ার বিধান মানবাধিকার ধারা ১-এর "ভ্রাতৃত্বসুলভ আচরণ"-এর সরাসরি লঙ্ঘন। কেন্দ্রীয় সরকার ভারতের আদিবাসীদের বনাঞ্চল জবরদখল ও তাদের বাস্তুচ্যুত করা হয়েছে। ২০২১ সালে ছত্তিশগড়ে অপারেশন গ্রিন হান্টের নামে আদিবাসী নারীদের প্রতি যৌন সহিংসতার অভিযোগ এসেছে।

বিশ্বের কয়েকটি মাত্র দেশ এই আলোচনায় অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। পৃথিবীর অধিকাংশ দেশ আলোচনার বাইরে থেকে গেল। আলোচিত ৬-৭টি দেশ, যারা 'আন্তর্জাতিক মানবাধিকার সনদে' স্বাক্ষর করেছিল, সেইসব দেশ কী ব্যাপক হারে মানবাধিকার সনদের শুধুমাত্র ১নং ধারাটিকে লঙ্ঘন করেছে এবং এখনও লঙ্ঘন করে চলেছে, আশাকরি সেটা কিছুটা হলেও বোঝানো সম্ভব হয়েছে। এর থেকে প্রমাণ হয় যে, আন্তর্জাতিক সনদে স্বাক্ষর করলেও রাষ্ট্রীয় নীতি, সামাজিক সংস্কৃতি ও শাসনব্যবস্থার দ্বিচারিতা মানবাধিকার বাস্তবায়ন করার ক্ষেত্রে প্রধান বাধা।

চলবে...

নিবন্ধ

নামানুষী বহুরূপী

অজয় মজুমদার

সামন্ততান্ত্রিক সময় থেকেই বাংলায় বহুরূপীদের উদ্ভব। আমাদের এই বাংলায় নানা রূপ ধরে মানুষের মনোরঞ্জন করা শিল্পীকে বহুরূপী বলা হয়। বহুরূপী নামে বিখ্যাত নাট্যদলও আছে। বেহরূপীয়া (হিন্দুস্থানী) বা বহুরূপী, ভারত, নেপাল, এবং বাংলাদেশের ঐতিহ্যবাহী একটি অভিনীত শিল্প। আবার না মানুষীদের ক্ষেত্রে নানা রূপ ধারণকারীদেরই বহুরূপী বলে। বহুরূপী প্রাণীদের বৈশিষ্ট্যকে বহুরূপিতা বলে। না মানুষীদের উদাহরণ হল -কাঁক"লাস, গিরগিটি এছাড়াও বেশ কিছু সামুদ্রিক সাপ ও কচ্ছপ ইত্যাদি।

শরৎচন্দ্রের গল্পের শ্রীনাথ বহুরূপী চরিত্রটি আজও অমর হয়ে রয়েছে। বহুরূপী সাজাটাও শিল্প। এই শিল্প দেখিয়ে আনন্দ দেয়। দুর্গাপূজার আগে এই শিল্পী অনেকেই প্রকাশ্যে আসেন। এই পেশা লুপ্তপ্রায়। আগে তারাপীঠ,তারকেশ্বর প্রভৃতি মন্দিরে বহুরূপী দেখা যেত। তারামা, কালী, শিব ও নানা দেবতার সাজে সাজিয়ে পয়সা নিতো তীর্থ যাত্রীদের কাছ থেকে। গ্রামে এখনও গাজন ও দেলনৃত্য বহুরূপী দেব দেবীর সাজে নিজেকে সাজিয়ে তোলে। এভাবেই মানুষকে তারা আনন্দ দেয়। বিভিন্ন সাহিত্যে বহুরূপী কথা উঠে আসে। বেশ কিছু প্রাণী আছে যারা বিভিন্ন শারীরবৃত্তিয় প্রয়োজনে দেহের রং এর পরিবর্তন করে। বেশ কিছু প্রানী আছে যারা শত্রুর হাত থেকে নিস্তার পেতে পরিবেশের মতো দেহের রং পরিবর্তন করে খাদকের চোখে ধুলো দিয়ে বেঁচে যায়। ওরাই আবার ছোট পতঙ্গদের ফাঁদের ভ্রম তৈরী করে খাদ্য হিসাবে গ্রহন করে'। এই কৌশলটাই হল মিমিক্রি।

মিমিক্রি বা অনুকরণ হলো একটি জীব এবং অন্য বস্তুর মধ্যে একটি বিবর্তিত সাদৃশ্য, প্রায়শই অন্য প্রজাতির একটি জীব। অনুকরণ বিভিন্ন প্রজাতির মধ্যে বা একই প্রজাতির মধ্যে বিকশিত হতে পারে। একটি মডেলের মতো, যাতে একটি প্রতারককে প্রতারিত করা যায়। তিনটিই ভিন্ন প্রজাতির। একটি বেটিসিয়ান নকল, যেমন একটি হোভার ফ্লাই, ক্ষতিকারক নয়, যখন এর মডেল, যেমন একটি ওয়াপ, ক্ষতিকারক এবং পোকামাকড় খাওয়া পাখির মত প্রতারণার দ্বারা এড়ানো যায়। পাখিরা দৃষ্টি শক্তি দ্বারা শিকার করে। তাই সে ক্ষেত্রে নকল বুঝতে পারে।

তবে অন্যান্য ক্ষেত্রে অনুকরণ ইন্দ্রিয়ের যে কোন একটি ব্যবহার করতে পারে। বেটেসিয়ান সহ বেশিরভাগ ধরনের নকল প্রতারণামূলক, কারণ নকলগুলি ক্ষতিকারক নয়। মুলেরিয়ান অনুকরণ- বিভিন্ন ক্ষতিকারক প্রজাতি একে অপরের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ, সৎ, যেমন- ওয়েপস এবং মৌমাছির প্রজাতির সকলেরই সত্যিকারের অ্যাপোসোমাটিক সতর্কীকরণ রঙ থাকে। অনুকরণ শুধুমাত্র প্রাণীদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়। pouyannian মিমিক্রিতে, একটি অর্কিড ফুল হলো নকল, একটি স্ত্রী মৌমাছি অনুরূপ, এর মডেল একটি প্রজাতির পুরুষ মৌমাছি, যেটি ফুলের সাথে মিলনের ইচ্ছা করে, এই পরাগ স্থানান্তর করতে সক্ষম তাই অনুকরণটি আবার বাইপোলার হয়। অ্যারিস্টোটল তাঁর "হিস্ট্রি অফ অ্যানিম্যালস" এ লিখেছেন যে, ছোট ছোট বাচ্চা তাদের উড়ন্ত বাচ্চাদের কাছ থেকে শিকারীদের প্রলুব্ধ করার জন্য একটি প্রতারণামূলক বিভ্রান্তি প্রদর্শন করে।

চলবে...

উপন্যাস

বেঙ্গালুরু উবাচ ১

পীযূষ হালদার

গত সপ্তাহের পর...

বাইরের মানুষের জন্য একটা নির্দিষ্ট চায়ের কাপ আছে। বড় জামাইবাবু চা খায় না। বড়দি আর আমি চা খাই। সে সময় চা হচ্ছিল। তখনকার সময় বাড়িতে বিস্কুট রাখার কোন চল ছিল না। শুধু ছোট এক কাপ চা গনি চাচাকে দিল। আগে কোনদিনও দিয়েছে কিনা জানিনা। গনি চাচা বলল, "আমি তো চা খাইনে।"

জামাইবাবু জিজ্ঞাসা করল, "সে কী কথা? এখন চা খায় না এইরকম কেউ আছে? একমাত্র আমি চা খাইনা নেশা হবে বলে। তাহলে তুমি কি জন্য চা খাও না?"

গনি চাচা একটু কষ্টের হাসি হেসে বলল, " চা খেলে শুনেছি শরীর খারাপ হয়। সকলে এই কথাই বলে। তাই আমিও চা খাই না।"

আমার মনের মধ্যে কি অনুভূতি হল সেটা আমি এখন কথায় প্রকাশ করতে পারছি না। মনে হলো, ' কোনও অন্ধ লোককে যদি বলা যায় তুমি কি কালো রং চেন? তাহলে সেটাও যেমন ভুল প্রশ্ন করা হয়, ঠিক গনি চাচার উত্তরটাও সেইরকম। একটা অন্ধ মানুষের কাছে সারা জীবনটাই যেমন কালো, সেই রকম একটা জীবন নিয়ে গনি চাচা বলছে, ' শরীর খারাপ হওয়ার ভয়ে চা খায় না।' যার শরীরটাই সারা জীবন ভাঙ্গা, তার আবার শরীর খারাপ কিসে! আমি ঘরে বসে একা একা সেই কথাটাই অনুভব করলাম।

গনি চাচার সাথে সেদিন কথাবার্তা ফাইনাল হয়ে গিয়েছিল দিদি জামাইবাবুর। বিমল বাবু যে দাম দেবে বলেছিল, তার থেকে আরও ১০০ টাকা দাম বেশি ধরে জমিটা জামাইবাবু কিনে নিয়েছিল। একদিন বনগাঁ রেজিস্ট্রি অফিসে গিয়ে, দলিল লেখকের কাছে লেখাপড়া করে কেনা-বেচা হয়েছিল।

সেদিন জামাইবাবু সাক্ষী হিসেবে পাশের দেবেন মামাকে নিয়ে গিয়েছিল। তিনজনেই যখন বাড়ি ফিরল, প্রত্যেকের হাতে ছিল রসগোল্লার হাড়ি। কেউ কোনও কিছু পাওয়ার আনন্দে মিষ্টি বিলি করল, কেউ একজন স্থায়ী সম্পদ খুঁইয়ে, নিজে এবং বাড়ির লোকেদের মিষ্টি খাওয়াল।

এখন আর কারোর মুখ গোমড়া করে থাকার প্রয়োজন নেই। দিদিও হেসে হেসে কথা বলছে, জামাইবাবু হেসে হেসে কথা বলছে। গনি চাচাও নিশ্চিই বাড়িতে হাসছে। গনি চাচার সাথে জামাইবাবুর তফাৎ একটা আছে। গনি চাচা কিছু টাকা হাতে পেয়েছে , গনি চাচার সংসার কিছুদিন ভালো চলবে। জামাইবাবুর কিছু সম্পত্তি বাড়বে। গনি চাচার সাথে জামাইবাবুর তফাতটা চেনা যায়। তবে জামাইবাবুর কাছে এই তফাতটা গর্ব করার মতো কিছু নয়।

পরের রোববার মন্ডল পাড়ায় খাসি মারা হলো। আমাদের সাথে এপাড়া ওপাড়া দুই পাড়ার মানুষের সাথেই সম্পর্ক ভালো। মাধবপুর গ্রামে চল আছে, যে পাড়ায় খাসি মারা হবে, কেবল সেই পাড়ার লোকেরা মাংস নিতে পারবে। মন্ডলপাড়া, বিশ্বাস পাড়া যে পাড়াতেই খাসি মারা হোক না কেন, দিদিরা যে কোনও পাড়া থেকেই মাংস নিতে পারে। দিদি আমার হাতে একটা প্যাকেট ধরিয়ে দিয়ে বলল, "যা তো নিতাই মন্ডল দের বাড়ি খাসি মেরেছে, ওখানে গিয়ে যতটুকুনি মাংস দেয় নিয়ে আয়।

দিদির কাছে জিজ্ঞাসা করলাম, "টাকা দিবিনা। আর কতটুকু আনব তাও তো বললি না।"

দিদি জানিয়ে দিল, " এখানে মাংস ইচ্ছা মতো পাওয়া যায় না। ভাগে যতটুকু পাওয়া যাবে সেটাই দেবে। আর তোর কাছে টাকা চাইবে না। হাটে হাটে জামাইবাবু শোধ করে দেবে।"

বারো

মাধবপুর গ্রামটাতে এ পর্যন্ত আমি কোনও ঝগড়া কাজিয়া দেখতে বা শুনতে পাইনি। কয়েকদিন মাধবপুরের বাতাসে বাতাসে একটা খবর ছড়িয়ে পড়ছে। আলু সিদ্ধ, কাঁচা লঙ্কা, পিয়াজ, সরষের তেল আর পান্তা ভাতের সমাহারে তৈরি হচ্ছে গ্রামের মুখরোচক আলোচ্য বিষয়। সে বিষয় আমাদের মতো ছোটদের কাছে তখনও বড় দুর্বোধ্য। আমরা কানাঘুষয় যা জেনেছিলাম, একেবারে উদ্বাহু বন্ধন। বিষয়টা আমাদের ক্লাসে আরও বেশি করে বাতাসে ভেসে বেড়াচ্ছে। কে সুফল বিশ্বাস, একথা আগেই জেনেছিলাম। এবার সেই সুফল বিশ্বাস নামটাই গ্রামের মানুষের ফিসফাস কথাবার্তায় উঠে আসছে।

আমি একদিন স্কুল থেকে বাড়ি ফিরে দিদিকে জিজ্ঞাসা করেছিলাম, "সুফল বিশ্বাসের কী হয়েছে রে! পাড়ায়

চলবে...

সানাপাড়ায় সাড়ম্বরে অনুষ্ঠিত স্বরবিতান এর রবীন্দ্র বন্দনার অনুষ্ঠান

সংবাদদাতা ঃ বিগত বছরগুলির মতো এবারও গত ২৫শে বৈশাখ কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের জন্মজয়ন্তী মহাসমারোহে উদ্‌যাপন করে চাঁদপাড়ার স্বরবিতান সংগীত শিক্ষালয়ের শিক্ষক ও শিক্ষার্থীগণ। এদিন অপরাহ্নে প্রদীপ প্রোজ্জ্বলন ও কবিগুরুর প্রতিকৃতিতে ফুল-

মালা অর্পণ করে আয়োজিত কবি প্রণামের অনুষ্ঠানের সূচনা করেন অবসরপ্রাপ্ত শিক্ষক ও সমাজকর্মী শ্যামল বিশ্বাস ও অবসর প্রাপ্ত শিক্ষক সাংবাদিক নীরেশ চন্দ্র ভৌমিক। উপস্থিত ছিলেন প্রাক্তণ জেলা পরিষদ সদস্য ও বিশিষ্ট কবি সুভাষ রায়, সংস্কৃতিপ্রেমী সমীরণ সানা প্রমুখ। স্বরবিতান এর অধ্যক্ষ ও বিশিষ্ট সংগীত শিক্ষক প্রদীপ সরকার উপস্থিত সকলকে স্বাগত জানান। প্রতিষ্ঠানের শিক্ষার্থীদের সমবেত কণ্ঠে গাওয়া 'আগুনের এই পরশমনি ছোঁয়াও প্রাণে''--- সংগীতের মধ্য দিয়ে আয়োজিত কবি প্রণাম অনুষ্ঠানের সূচনা হয়। ছোট-বড় শিক্ষার্থীগণের কণ্ঠে রবীন্দ্র কবিতা আবৃত্তি, রবীন্দ্র নৃত্য এবং একক ও সমবেত সংগীতে কবি বন্দনার অনুষ্ঠান সার্থক হয়ে ওঠে। বহুমুখী প্রতিভার অধিকারী কবিগুরুর দীর্ঘ কাব্য ও সাহিত্য জীবনের উপর আলোকপাত করে মনোজ্ঞ ভাষণ দান করেন, অবসরপ্রাপ্ত শিক্ষক সুভাষ রায়, নীরেশ চন্দ্র ভৌমিক ও শ্যামল বিশ্বাস প্রমুখ বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ। রবীন্দ্রপ্রেমী মানুষজনের স্বতঃস্ফূর্ত উপস্থিতি ও অংশগ্রহনে চাঁদপাড়ার সানা পাড়ায় আয়োজিত ১৬৫তম রবীন্দ্র জয়ন্তীর অনুষ্ঠান রবীন্দ্রপ্রেমী সমীরণ সানার সুচারু সঞ্চালনায় বেশ প্রাণবন্ত হয়ে ওঠে।

চাঁদপাড়ায় একুশে ফেব্রুয়ারী উদ্‌যাপন কমিটির কবি প্রণাম

সংবাদদাতা ঃ ২৫ শে বৈশাখ কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ১৬৫ তম জন্মজয়ন্তী মর্যাদা সরকারে উদ্‌যাপন করে চাঁদপাড়া ২১শে ফেব্রুয়ারী উদ্‌যাপন কমিটি। এদিন সকালে বাস স্ট্যাণ্ড সংলগ্ন সুসজ্জিত মঞ্চে কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের প্রতিকৃতিতে ফুল-মালা অর্পণ করে শ্রদ্ধা নিবেদন করেন উপস্থিত সকল কবির অনুরাগীগণ।

বিশিষ্ট সংগীত শিল্পী ও সুরবাণী সংগীত শিক্ষালয়ের শিক্ষিকা অনিন্দিতা সাহার কণ্ঠে কবিরই লেখা সংগীতের মধ্য দিয়ে আয়োজিত কবি প্রণামের অনুষ্ঠানের সূচনা হয়। যন্ত্রসংগীতে শিল্পীকে সহযোগিতা করেন বিশিষ্ট সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্ব সুভাষ চক্রবর্তী ও অমিতাংশু সাহা।

বহুমুখী প্রতিভার অধিকারী কবিগুরুর জীবন, কর্ম এবং কাব্য সাহিত্য, সংগীত, নাটক ইত্যাদি প্রতিভার উপর আলোকপাত করে মনোজ্ঞ ভাষণ দান করেন অবসরপ্রাপ্ত শিক্ষিকা বর্ষিয়ান মিনতি রায়। বিশ্বকবি স্মরণে লেখা কবিতা পাঠ করে শোনান প্রখ্যাত নাট্যাভিনেত্রী চৈতি মজুমদার। কবিরই লেখা গান গেয়ে সকলের মন জয় করেন দীপা দাস সহ অন্যান্য সংগীত শিল্পীগণ।

এদিনের রবীন্দ্র বন্দনার অনুষ্ঠানে বিশিষ্টজনদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন পুরস্কার প্রাপ্ত সাহিত্যিক সুরঞ্জন প্রামানিক, বিশিষ্ট কবি ও লেখক সুভাষ রায় সহ বহু শিক্ষক ও শিক্ষিকাগণ। সংগঠনের সম্পাদক বিশিষ্ট সমাজকর্মী কপিল ঘোষ উপস্থিত সকলকে স্বাগত জানান।

উদ্যোক্তারা এদিন সদ্য প্রকাশিত উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষায় উল্লেখযোগ্য মার্কস প্রাপক ঢাকুরিয়া বালিকার ছাত্রী অস্মিতা সরকার (৪৭৮) ও চাঁদপাড়া বাণী বিদ্যা বীথির ছাত্র সার্বর্ণ মণ্ডলকে (৪৭২) নানা উপহারে বিশেষ সংবর্ধনা জ্ঞাপন করেন। রবীন্দ্র অনুরাগী অশোক সাহার সুচারু পরিচালনায় কথায়-কবিতায় ও সংগীতে চাঁদপাড়ার একুশে উদ্‌যাপন কমিটি আয়োজিত এদিনের কবি প্রণামের অনুষ্ঠান বেশ প্রাণবন্ত হয়ে ওঠে।

সন্ধ্যা কুমুদ এর কবি প্রণামের অনুষ্ঠান

সংবাদ দাতা ঃ বিগত বছরগুলির মতো এবারও কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের জন্ম জয়ন্তী মহা সমারোহে উদ্‌যাপন করে ঠাকুরনগরের অন্যতম সাংস্কৃতিক সংস্থা সন্ধ্যা-কুমুদ কালচারাল একাডেমীর সদস্যগণ।

গত ৯ মে বিশ্বকবির ১৬৫ তম জন্ম জয়ন্তী উপলক্ষে একাডেমী সংলগ্ন মুক্তাঙ্গনে কবি বন্দনা অনুষ্ঠানে বিশিষ্টজনদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন সংস্কৃতিপ্রেমী বিদ্যুৎ কান্তি মণ্ডল, অবসরপ্রাপ্ত শিক্ষক ও বিশিষ্ট সাংবাদিক নীরেশ চন্দ্র ভৌমিক ও প্রখ্যাত সংগীত শিল্পী ঝর্ণা মণ্ডল প্রমুখ একাডেমীর কর্নধার পার্থ ঘোষ উপস্থিত সকলকে শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন জানান।

বিশিষ্ট সংগীত শিল্পী সুতপা ঘোষ ও সহ শিল্পীদের সমবেত কণ্ঠে 'হে ... নূতন দেখা দাও আর বার, সংগীতের মধ্য দিয়ে আয়োজিত কবি প্রণামের অনুষ্ঠানের সূচনা হয়। মনের কোণে রবি ঠাকুর শীর্ষক কবি বন্দনার অনুষ্ঠানে একাডেমীর সদস্য ও শিক্ষার্থীগণ সংগীত আবৃত্তি ও রবীন্দ্রনৃত্য পরিবেশন করেন। সংগীত শিক্ষিকা ও বিশিষ্ট সংগীত শিল্পী ঝর্ণা মণ্ডল ও সুতপা ঘোষের কণ্ঠে কবির লেখা গান সমবেত দর্শক ও শ্রোতৃ মণ্ডলীকে মুগ্ধ করে। অনেক রাত অবধি রবীন্দ্রপ্রেমী বহু মানুষ অনুষ্ঠান শোনেন।

এদিনের অনুষ্ঠানে ছোটদের উপস্থিতি ছিল চোখে পড়ার মতো। কথায় কবিতায় সংগীত ও নৃত্যে ঠাকুরনগর সন্ধ্যা কুমুদ কালচারাল একাডেমী আয়োজিত এদিনের কবি প্রণামের অনুষ্ঠান বিশিষ্ট সংগীতজ্ঞ মানবেন্দ্র হালদারের সুচারু পরিচালনায় বেশ মনোগ্রাহী হয়ে ওঠে।

বর্ণমালার প্রতিষ্ঠা দিবসে নাট্য আলোচনা ও অনুষ্ঠান

সংবাদদাতা ঃ সংস্থার প্রতিষ্ঠা দিবস ও বিশ্বনাট্য দিবস উপলক্ষে নাট্য আলোচনা সহ নানা অনুষ্ঠানের আয়োজন করে ঠাকুরনগর বর্ণমালার সদস্যগণ। সম্প্রতি অনুষ্ঠিত 'আমি এবং আমার থিয়েটার' শীর্ষক আলোচনা সভায় অংশগ্রহন করেন বিশিষ্ট নাট্যব্যক্তিত্ব জীবন অধিকারী, জয়ন্ত চক্রবর্তী, মূকাভিনেতা ধীরাজ হাওলাদার ও সাংবাদিক পাঁচুগোপাল হাজরা ও নৃত্যশিল্পী বনানী বসু। সঞ্চালক ছিলেন বর্ণমালার কর্ণধার বিশিষ্ট সাংস্কৃতিক কর্মী ইন্দ্রনীল ঘোষ। বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গের আলোচনায় নাটক প্রযোজনার ক্ষেত্রে, বিশেষ করে গ্রাম বাংলার নাট্যদলগুলির নানান সমস্যা এবং নানা প্রতিকূলতার বিষয়গুলিও উঠে আসে। তথাপিও নাট্যদলগুলি নাট্যামোদী মানুষজনের উৎসাহ এবং সহযোগিতায় নতুন নতুন নাটক প্রযোজনা করার রসদ খুঁজে পান।

আলোচনা অন্তে উপস্থিত নাট্যপ্রিয় শ্রোতাদের নানা প্রশ্নের উত্তর দেন বিশিষ্ট আলোচকগণ। পরিশেষে প্রখ্যাত সংগীত শিল্পী ঝর্ণা মণ্ডলের মনোজ্ঞ সংগীতানুষ্ঠান এবং বর্ণমালার নৃত্যশিল্পীদের নৃত্যানুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে এদিনের কর্মসূচীর সমাপ্তি ঘটে। বর্ণমালার প্রাণপুরুষ শিক্ষক ইন্দ্রনীল ঘোষ জানান, গ্রামের ছেলেমেয়েদের মধ্যে নাটক এবং সেই সঙ্গে সুস্থ্য সংস্কৃতির প্রতি আগ্রহ বাড়াতে বছরভর তারা নাটক সহ নানা অনুষ্ঠানের আয়োজন করে থাকেন।

নাবিক নাট্যমের প্রতিষ্ঠা দিবসে নানা অনুষ্ঠান

সঞ্জিত সাহা ঃ নাটকের শহর গোবরডাঙ্গার প্রাচীন ও ঐতিহ্যবাহী নাট্যদল নাবিক নাট্যম গত ১লা মে ৪৯ তম বর্ষে পদার্পণ করে। দিনটিকে স্মরণীয় করে রাখতে কর্তৃপক্ষ দিনভর নানা অনুষ্ঠানের আয়োজন করে। গোবরডাঙ্গা অন্নপূর্ণা প্যালেসে আয়োজিত অনুষ্ঠানে স্থানীয় ও বহিরাগত বহু নাট্যদল ও সাংস্কৃতিক সংগঠনের সদস্যগণ অংশগ্রহন করেন। আসেন গোবরডাঙ্গা পৌরসভার ভূতপূর্ব প্রধান সুভাষ দত্ত, বিশিষ্ট লেখক, সাংবাদিক পাঁচুগোপাল হাজরা ও শিক্ষক ও সাংবাদিক নীরেশ চন্দ্র ভৌমিক সহ বহু বিশিষ্টজন। অলিভিয়া পালের উদ্বোধনী সংগীতের মধ্য দিয়ে প্রদীপ প্রজ্জ্বলন এবং কেক কেটে আয়োজিত জন্মদিনের অনুষ্ঠানের সূচনা হয়।

সংস্থার প্রতিষ্ঠাকালের সদস্য প্রদীপ কুমার সাহা ও সোমনাথ রাহা আগত সকলকে শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন জানান। বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান থেকে আগত শিল্পীগণ সংগীত, আবৃত্তি, নৃত্য, মূকাভিনয় ও নাট্যাংশ পরিবেশন করেন। নাবিক নাট্যমের কুশীলবগণ পরিবেশিত নাটকের গান সকলকে মুগ্ধ করে। খড়দহ থিয়েটার জোন, বাংলার সিঞ্চন, হাবড়ার নাট্যমিলন গোষ্ঠী ও মছলন্দপুরের ইমন মাইম সেন্টারের শিল্পীগণ পরিবেশিত নানা অনুষ্ঠান বেশ আকর্ষণীয় হয়ে ওঠে। এদিনের সন্ধ্যার প্রচণ্ড ঝড়-বৃষ্টি সত্ত্বেও হলভর্তি দর্শক ও শোতৃমণ্ডলী সমগ্র অনুষ্ঠান উপভোগ করেন।

রবীন্দ্র নাট্য সংস্থার নাট্য কর্মশালা অনুষ্ঠিত

নীরেশ ভৌমিক ঃ বিগত বছরগুলির মতো এবারও বিদ্যালয়ের গ্রীষ্মাবকাশে নাট্য কর্মশালার আয়োজন করে নাটকের শহর গোবরডাঙ্গার অন্যতম নাট্যদল রবীন্দ্র নাট্যসংস্থা। গত ১মে সংস্থার ৩০ তম বর্ষে স্থানীয় চৈতন্য উচ্চবিদ্যালয় অঙ্গনে ১০ দিন ব্যাপী আয়োজিত নাটকের কর্মশালার উদ্বোধন করেন প্রবীণ সাহিত্যিক ঋতুপর্ণ বিশ্বাস, ছিলেন স্থানীয় কাউন্সিলর বাসন্তি ভৌমিক।

রবীন্দ্র নাট্যসংস্থার কর্ণধার বিশিষ্ট নাট্যব্যক্তিত্ব বিশ্বনাথ ভট্টাচার্য জানান, আয়োজিত কর্মশালায় এলেকার বিভিন্ন বিদ্যালয়ের ৩৫ জন ছাত্র-ছাত্রী অংশগ্রহন করেছে। প্রশিক্ষক হিসেবে ছিলেন বিশিষ্ট নাট্যাভিনেতা সৌরদীপ ব্যানার্জী। ১০ দিনের কর্মশালায় শিক্ষার্থীগণ বাদল সরকারের 'হট্টমেলার ওপারে' নাটকটি প্রস্তুত করে।

১১ মে কর্মশালার সমাপ্তি দিনের মিলনোৎসবে সংবাদ মাধ্যম সহ নাট্য ও অভিনয় জগতের বহু বিশিষ্ট ব্যক্তি উপস্থিত ছিলেন। ছিলেন প্রখ্যাত অভিনেতা এবং রাজ্য নাট্য আকাদেমীর সদস্য রাকেশ ঘোষ, সংস্কৃতি প্রেমী বাসুদেব লুই, রতন চক্রবর্তী ও বিশিষ্ট সংগীত শিক্ষক মিহির লাল চক্রবর্তী প্রমুখ। সংস্থার প্রাণপুরুষ বিশ্বনাথ বাবু

সকলকে স্বাগত জানান। সদস্যরা সকল বিশিষ্টজনদের স্মারক উপহারে বরণ করে নেন। বিশিষ্টজনেরা তাঁদের বক্তব্যে নাটকের চর্চা ও প্রসারে দীর্ঘ ৩০ বৎসর যাবৎ রবীন্দ্র নাট্য সংস্থা তথা পরিচালক বিশ্বনাথ ভট্টাচার্যের প্রয়াসকে সাধুবাদ জানান। এদিন সংস্থার অতীত দিনের সদস্য বর্তমানে নাটক ছাড়াও চলচ্চিত্র এবং সিরিয়ালে প্রতিষ্ঠিত কয়েকজন অভিনেতা ও পরিচালক মিলন উৎসবে যোগ দেন এবং সংস্থার পরিচালক বিশ্বনাথ বাবুকে নানা উপহারে শ্রদ্ধা জানান।

কবি বিনয় গ্রন্থাগারে রবীন্দ্র স্মরণানুষ্ঠান

নীরেশ ভৌমিক ঃ গত ৯ মে কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ১৬৫ তম জন্মজয়ন্তী উপলক্ষ্যে কবি প্রণাম অনুষ্ঠানের

আয়োজন করে কবি বিনয় মজুমদার সাধারণ গ্রন্থাগার ও স্মৃতিরক্ষা কমিটি। কবির বাসভবন অঙ্গনে কবির স্মৃতি বিজড়িত গ্রন্থাগারে এদিন কবি সম্মেলনেরও আয়োজন করা হয়। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, ২৫ বৈশাখ কবি বিনয় নামাঙ্কিত এই গ্রন্থাগারটিরও প্রতিষ্ঠা দিবস। বিশ্বকবির প্রতিকৃতিতে ফুল-মালা অর্পণ করে শ্রদ্ধা জ্ঞাপনের মধ্য দিয়ে আয়োজিত কবি প্রণাম ও কবি সম্মেলনের সূচনা হয়। বিভিন্ন এলেকা থেকে আগত কবিগণ স্বরচিত কবিতা পাঠে অংশগ্রহন করেন। উল্লেখযোগ্য কবিগণের মধ্যে ছিলেন বিনয় অনুরাগী প্রবীণ কবি রনজিৎ হালদার, নারায়ণ চন্দ্র মিস্ত্রী, রাজু সরকার, ভবানী শংকর রায়, বিষ্ণুপদ বালা, অমিতাভ বন্দ্যোপাধ্যায়, বিধান চন্দ্র মণ্ডল, পাঁচুগোপাল হাজরা, অমল মণ্ডল ও মিন্টু মজুমদার সহ আরোও অনেকে।

সংগীত পরিবেশন করেন বিষ্ণুপদ বালা ও মন্দিরা চক্রবর্তী। বক্তব্য রাখেন অন্যতম সংগঠক কবি শিবেন মজুমদার ,দীপক মিত্র ও বৈদ্যনাথ দলপতি প্রমুখ। কথায়-কবিতায় ও সংগীতে কবি বিনয় স্মৃতি গ্রন্থাগার আয়োজিত এদিনের কবি বন্দনা ও কবি সম্মেলন সার্থকতা লাভ করে।

অন্যদিকে কবিগুরুর জন্মদিনে গ্রন্থাগারে বেশ কিছু গ্রন্থ সহ একটি আলমারি তুলে দেন চাঁদপাড়ার বাসিন্দা অবসরপ্রাপ্ত শিক্ষক ও বিশিষ্ট সাহিত্যিক সত্যানন্দ গুহ। উপস্থিত সকলে বর্ষিয়ান লেখক ও সাংবাদিক শ্রীগুহের এই মহতী দানকে সাধুবাদ জানান।

অনুরাগ সাহিত্য পত্রিকার গুনীজন সংবর্ধনা

সংবাদদাতা ঃ গত ৪ মে স্বরূপনগর থানার গোবিন্দপুরে বিশিষ্ট কবি গোবিন্দ পান্তির বাসভবন সংলগ্ন মুক্তমঞ্চে অনুরাগ সাহিত্য পত্রিকার উদ্যোগে আয়োজিত অনুষ্ঠানে কবি সাহিত্যিক ও গবেষক বাসুদেব মুখোপাধ্যায়কে কনক চন্দ্র দাস স্মৃতি পুরস্কারে ভূষিত করা হয়। বাসুদেব বাবু বলেন, এই গ্রামেই আমার মাতুলালয় ছিল। ছোট বেলায় বহুবার এসেছি এখানে। আজ ৭১ বৎসর বয়সে দীর্ঘ সাহিত্য চর্চার জন্য এখানে সম্মানিত হতে পেরে নিজেকে অতিশয় ধন্য মনে করছি। এদিন গুনীজন সংবর্ধনায় কালিদাসী দেবী স্মৃতি পুরস্কারে ভূষিত হন শংকর প্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায় ও কার্তিক চন্দ্র বিশ্বাস। কিরণময়ী দেবী স্মৃতি পুরস্কার লাভ করেন বিশিষ্ট কবি নবকুমার বিশ্বাস, এছাড়া অনুরাগ বান্ধব পুরস্কার পান কবি ধীরাজ রায়, কল্পনা পাল, গৌতম মণ্ডল ও বিশ্বজিৎ মণ্ডল। প্রক্ষেপণ মাসিক সাহিত্য পত্রিকার বিশেষ পুরস্কার প্রদান করা হয় বিশিষ্ট গল্পকার দেবাশিষ দাসকে এবং অনুরাগ পত্রিকার শিশু বিভাগের বিশিষ্ট লেখিকা জয়তী মণ্ডলকে পুরস্কার সহ প্রয়াত কবি শশাঙ্কশেখর দাস মরণোত্তর অনুরাগ সম্মাননা ২০২৫ প্রদান করা হয়। এদিনের দিনভর আয়োজিত সাহিত্য সভায় পৌরহিত্য করেন বিশিষ্ট কবি ও শিল্পী কার্তিক চন্দ্র বিশ্বাস। অন্যান্য বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন চোখ সাহিত্য পত্রিকার সম্পাদক মানিক দে, প্রানী বিজ্ঞানী তাপস অধিকারী, ইছামতী পত্রিকার সম্পাদক পরিমল দে, আমির আলি মণ্ডল, ড. আব্দুল কায়ুম, সোহরাব হোসেন প্রমূখ। অনুরাগ পত্রিকা সম্পাদক গোবিন্দ পান্তি বলেন, ১৯৯৩ সাল থেকে পত্রিকা প্রকাশ করে আসছি।

ফুটবল কোচিং সেন্টারের ফুটবল টুর্নামেন্ট ও প্রদর্শনী ফুটবল

নীরেশ ভৌমিক ঃ চাঁদপাড়ার ফুটবল কোচিং সেন্টারের প্রশিক্ষক ও বিশিষ্ট ফুটবলার সুজিত কুমার সিনহা (সঞ্জু) মার্চ মাসের শুরু থেকে আকর্ষণীয় এক ফুটবল

টুর্নামেন্টের আয়োজন করেন। অনূর্ধ ১২, ১৪ ও ১৬ বৎসর বয়সী বেশ কয়েকটি ফুটবল টিম আয়োজিত টুর্নামেন্টে অংশ নেয়।

গত ২৭ এপ্রিল চাঁদপাড়ার মিলন সংঘ ময়দানে দিনভর অনুষ্ঠিত টুর্নামেন্টের চূড়ান্ত পর্বের খেলায় জেলার বিভিন্ন এলেকার কয়েকটি টিম অংশগ্রহন করে। অনূর্ধ ১৬-এর টুর্নামেন্টে অশোকনগর রাইজিং সংঘ চ্যাম্পিয়ন হয়। চ্যাম্পিয়ন টিমকে দর্শনীয় লক্ষ্মীরানী স্মৃতি ট্রপি প্রদান করা হয়। ফেয়ার প্লে ট্রপি লাভ করে বেলঘরিয়ার ফুটবল কোচিং টিম। এছাড়া বিভিন্ন দিকে সেরা খেলোয়াড়কেও পুরস্কার প্রদান করা হয়। সুষ্ঠুভাবে খেলাগুলি পরিচালনা করেন সঞ্জীব দাস ও বিশ্বজিৎ কুণ্ডু। পুরস্কার প্রদান অনুষ্ঠানে বিশিষ্টজনদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন বনগাঁ মহাকুমা স্পোর্টস এ্যাসোসিয়েশানের কার্যকরি সভাপতি ও আই এফ এর গভর্নিং বডির সদস্য সুব্রত বক্সী ও বিশিষ্ট ক্রীড়া শিক্ষক ও ফুটবলার রতন দাস। সাঁই এর প্রাক্তন কোচ মনিভূষণ দাস, ফুটবল প্রেমী সুভাষ রায়, কপিল ঘোষ, সমীরণ সানা, শ্যামল বিশ্বাস, ছিলেন চাঁদপাড়ার প্রধান দীপক দাস ও উপপ্রধান বৈশাখী বর বিশ্বাস সহ আরও অনেকে।

চাঁদপাড়া ফুটবল কোচিং সেন্টার এর ব্যবস্থাপনায় এদিন দুটি প্রদর্শনী ম্যাচ অনুষ্ঠিত হয়। প্রথম খেলায় চাঁদপাড়া একাদশকে ৩-০ গোলে পরাস্ত করে জয়ী হয় গাইঘাটা থানা একাদশ টিম। দ্বিতীয় খেলায় ইষ্ট বেঙ্গল ও মোহন বাগানের প্রাক্তন খেলোয়াড়গণ উত্তর ২৪ পরগণা জেলার ফুটবল কোচ একাদশকে ৪-১ গোলে পরাস্ত করে বিজয়ী হয়। মাঠভর্তি দর্শক ও জুনিয়ার টিমের অভিভাবকগণ এদিনের সমস্ত খেলাগুলি বেশ উপভোগ করেন। উপস্থিত সকলেই চাঁদপাড়া ফুটবল কোচিং সেন্টারের কর্ণধার সুজিত সিংহর এই মহতী উদ্যোগকে স্বাগত জানান।

নানা অনুষ্ঠানে সার্থক তরুন দলের বার্ষিক উৎসব

সংবাদদাতা ঃ গত ১০-১২ মে ক্লাব সংলগ্ন ময়দানে মহা সমারোহে অনুষ্ঠিত হল চাঁদপাড়ার ঢাকুরিয়া তরুণ দল ক্লাব আয়োজিত বার্ষিক সাংস্কৃতিক ও পুর স্কার বিতরনী অনুষ্ঠান। বিগত বছরের মতো এবারও স্বেচ্ছা রক্তদান শিবিরের মধ্য দিয়ে ৩ দিন ব্যাপী আয়োজিত উৎসবেব সূচনা হয়। শিবিরে ৬১ জন স্বেচ্ছায় রক্তদান করেন। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে বিশিষ্ট জনদের মধ্যে ছিলেন গাইঘাটা পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি ইলা বাকচি ও চাঁদপাড়া গ্রাম পঞ্চায়েতের উপ-প্রধান বৈশাখী বর বিশ্বাস প্রমুখ। বিশিষ্টজনের তাঁদের বক্তব্যে গ্রীষ্মের দিনে রক্তের সংকট কাটাতে তরুণ দলের সদস্যগণের এই মহতী উদ্যোগকে সাধুবাদ জানান।

তিন দিন ব্যাপী আয়োজিত অনুষ্ঠানে এলেকার বিভিন্ন বিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীরা অংকন, সংগীত ও নৃত্য প্রতিযোগিতায় অংশ নেয়। উৎসবে উল্লেখযোগ্য অনুষ্ঠানগুলির মধ্যে ছিল চাঁদপাড়া বাণী বিদ্যা বীথি স্কুলের প্রাথমিক বিভাগের কচি কাঁচা পড়ুয়াগন অভিনীত নাটক ঠাকুর শ্রী শ্রী রামকৃষ্ণ চাঁদপাড়ার সানাপাড়ার সমাজ সেবি সংস্থা সি এস সি টি পরিবেশিত সংগীত ও নৃত্যের অনুষ্ঠান ‘বারো মাসে তের পার্বন’ চাঁদপাড়ার কলরব সাংস্কৃতিক সংস্থার বাস্তব ভিত্তিক নাটক পটল কুমার সমবেত দর্শক ও শ্রোতৃ মণ্ডলীর প্রশংসা লাভ করে। দ্বিতীয় দিন শুরুতে হালিশহর ইউনিটি মালঞ্চ পরিবেশিত মঞ্চসফল নাটক ‘হজম শক্তি’ এবং ভারত সরকারের পূর্বাঞ্চল সংস্কৃতি কেন্দ্র প্রেরিত পুরুলিয়ায় ছৌশিল্পীদের ‘মহিসাসুর মর্দ্দিনী পালা’ এবং ছৌনৃত্যের অনুষ্ঠান সমবেত দর্শক মণ্ডলীকে মুগ্ধ করে। শেষ দিনে ভারত সরকারের সংগীত ও নাটক বিভাগ প্রেরিত চন্দন নগরের অঙ্গন ব্রতচারী সংস্থার শিল্পীদের ব্রতচারী ও রায়বেঁশে নৃত্যের অনুষ্ঠান প্রশংসার দাবি রাখে। এছাড়াও ছিল বাউল সংগীতের অনুষ্ঠান। সবেশেষে বিচিত্রানুষ্ঠানের শুরুতে পরিবেশিত বিশিষ্ট নৃত্য শিল্পীদের দর্শনীয় নৃত্যের অনুষ্ঠান এবং মনোজ্ঞ সংগীতানুষ্ঠান এবারের উৎসবকে আকর্ষনীয় করে তোলে। শেষ দিনে পুরস্কার বিতরণ শেষে ক্লাবের প্রতিষ্ঠালগ্নে সদস্য বর্ষিয়াণ অ্যাডভোকেট সুকমলেন্দু সাহা, প্রাক্তন সম্পাদক সীতেশ চন্দ্র ভৌমিক ও ব্রজগোপাল মজুমদারকে বিশেষ সংবর্ধনা জ্ঞাপন করা হয়। সব কিছু মিলিয়ে তরুণ দলের ৫৩তম বর্ষের বার্ষিক সাংস্কৃতিক উৎসব এলেকায় বেশ সাড়া ফেলে।

শ্রুতিকুঞ্জের সংগীত কর্মশালা অনুষ্ঠিত

সঞ্জিত সাহা ঃ হাবড়ার অন্যতম সংগীত শিক্ষার প্রতিষ্ঠান শ্রুতিকুঞ্জের উদ্যোগে ও ব্যবস্থাপনায় অনুষ্ঠিত হয় এক সংগীত কর্মশালা। গত ১২ মে সকালে স্বামীজি পল্লীর শ্রুতিকুঞ্জ ভবনে আয়োজিত কর্মশালা উদ্বোধন করেন অশোকনগরের নেতাজী শতবার্ষিকী মহাবিদ্যালয়ের সংগীত বিভাগের বিভাগীয় প্রধান অধ্যাপিকা পাপড়ি চক্রবর্তী।

কর্মশালায় সংগীত জগতের অন্যান্য বিশিষ্ট জনদের মধ্যে ছিলেন সংগীত বিভাগের অধ্যাপিকা মানসী ঘোষ দস্তিদার ও বাংলা বিভাগের বিশিষ্ট অধ্যাপিকা কৃষ্ণা মিত্র ও ছত্রিশগড় রাজ্যের ঐতিহ্যবাহী ইন্দিরা কলা সংগীত বিশ্ববিদ্যালয়ের অতিথি শিক্ষক দীপ সুন্দর ভৌমিক। অন্যান্যদের মধ্যে প্রখ্যাত তবলিয়া অধ্যাপক রাজু সরকার ও শিক্ষক শাশ্বত গুহ প্রমুখ।

শ্রুতিকুঞ্জের প্রাণপুরুষ ও সংগীত প্রশিক্ষক অরিন্দম সেন আগত সকল বিশিষ্টদের স্বাগত জানান। প্রতিষ্ঠানের পক্ষ থেকে সম্মানীয় সকলকে পুস্পস্তবক, উত্তরীয় ও স্মারক উপহারে বরণ করে নেওয়া হয়।

প্রধান অতিথি ও মুখ্য বক্তা পাপড়ি চক্রবর্তী তাঁর বক্তব্যে শিক্ষায় সংগীতের ভূমিকা ও তার তাৎপর্য এবং কর্মসংস্থানের নানান বিষয়ের উপর আলোকপাত করেন এবং শাস্ত্রীয় সংগীতের বিভিন্ন বিষয়ের উপর প্রশিক্ষণ প্রদান করেন। বিশিষ্ট শিক্ষক দীপ সুন্দর ভৌমিক উচ্চাঙ্গ সংগীতের বিভিন্ন দিক নিয়ে অলোচনা করেন এবং শেখান। সবশেষে শ্রী ভৌমিক খেয়াল গান পরিবেশন করে উপস্থিত সকলের মন জয় করেন। কর্মশালায় উপস্থিত অধ্যাপিকা মানসী ঘোষ দস্তিদার ও কৃষ্ণা মিত্র বাংলা সংগীতের সেকাল ও একাল বিষয়ে আলোচনা করেন এবং সেই সঙ্গে সংগীত পরিবেশন করে সমবেত শিক্ষার্থীগণের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন।

পরিশেষে সম্রাট ঋষি বঙ্কিম চন্দ্রের বন্দেমাতরম সংগীতের মধ্য দিয়ে কর্মশালার সমাপ্তি ঘটে। কর্মশালাকে ঘিরে কর্মশালায় উপস্থিত সকল প্রশিক্ষনার্থীগণের মধ্যে এদিন বেশ উৎসাহ আগ্রহ পরিলক্ষিত হয়। সবকিছু মিলিয়ে শ্রুতিকুঞ্জ আয়োজিত এদিনের কর্মশালা সংগীত জগতে এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে বলা চলে।

COMPUTER & PRINTER REPAIRING
যত্ন সহকারে সামনে বসে কাজ করা হয়
কার্টিজ রিফিল করা হয়।
UNICORN
Mob. : 9734300733
অফিস ঃ কোর্ট রোড, লোটাস মার্কেট, বনগাঁ, উঃ ২৪ পরঃ

ডায়মন্ড জুয়েলারীতে স্পেশাল ধামাকা OFFERS
নিউ পি সি জুয়েলার্স
২২/২২ ক্যারেট হলমার্ক যুক্ত এবং আধুনিক ডিজাইনের সোনার গহনা প্রস্তুতকারক।
আমদের ISI TESTING CARD এর মাধ্যমে গ্রহরত্ন কিনলে যা ব্যবহার করার পরেও ফেরত মূল্য পায়া যায়।
সোনার দাম পেপার দরে
■ আমাদের শোরুমের জন্য গানম্যান প্রয়োজন।
■ আমাদের শোরুমের জন্য সুদক্ষ কারিগর প্রয়োজন। (P.F & E.S.I)
■ অভিজ্ঞ জ্যোতিষীদের জন্য চেম্বার প্রস্তুত অতিসত্বর যোগাযোগ করুন
■ আমাদের নিউ.পি.সি. অপটিকাল ১-২ বছরের অভিজ্ঞতা সম্পন্ন সেলসম্যান চাই। (P.F & E.S.I)
■ নিউ.পি.সি. জুয়েলার্সে ২-৩ বছরের অভিজ্ঞতা সম্পন্ন সোনা, রুপো, হিরে ও গ্রহতত্বের সেলসম্যান চাই
নিউ পি সি জুয়েলার্স বাটার মোড়, বনগাঁ
নিউ পি সি জুয়েলার্স বিউটি মতিগঞ্জ, হাটখোলা, বনগাঁ
নিউ পি সি জুয়েলার্স ব্রাঞ্চ লোকনাথ মার্কেট, বাটার মোড়, বনগাঁ
নিউ পি সি অপটিক্যাল বাটার মোড়, বনগাঁ
নিউ পি সি জুয়েলার্স
১০৭ গুড্ড চায়না বাজার স্ট্রিট, রাম রহিম মার্কেট, ৩য় তলা, রুম নং ৩০৪, কলকাতা-৭০০০০১
আমাদের শোরুম প্রতিদিন খোলা
80177 18950 / 98003 94460 / 82503 37934
npcjewellers@gmail.com
www.npcjewellers.com

Printer, Publisher & Owner **Utpal Mallick**, Published at Kalupur (Uttarpara, P.O.- Kalupur, P.S.- Bongaon, Dist.- North 24 Parganas, W.B. PIN- 743235 and Printed at KUMAR PRESS at Tawbazar, Bongaon, North 24 Parganas, W.B., PIN- 743235 - **9232633899 / 9134228513 / 9647791986 / 8972800084**
e-mail.- sarbabhauma@gmail.com, Web- https://www.sarbabhaumasamachar.in Sub- Editor- **Haridas Golder** Editor- **Utpal Mallick**